দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 18 JUL 2017
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

শিক্ষা কারিকুলামে ৭১'র গণহত্যা তুলে ধরা আমাদের জাতীয় দায়িত্ব

- জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি

■ গাজীপুর প্রতিনিধি

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. হারুন-অর-রশিদ বলেছেন, ১৯৭১. সালে বাংলাদেশে পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যা মানবজাতির ইতিহাসে এক কলঙ্কময় ঘটনা। ৩০ লক্ষ বাঙালি ঐ নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়। ৩ লাখ মা-বোন তাদের সম্ভ্রম হারান। স্বাধীনতার জন্য বাঙালি জাতির নজিরবিহীন আত্মত্যাগ ও পাকিস্তানি বাহিনীর এ বর্বর গণহত্যা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের নিকট তুলে ধরতে শিক্ষা কারিকুলামের সঠিক চিত্র গুরুত্ব সহকারে অন্তর্ভুক্ত করা আমাদের জাতীয় দায়িত্ব। সেটি মনে রেখেই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা কারিকুলামে 'স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস' শীর্ষক একটি পূর্ণ কোর্স সকল শ্রেণীর শিক্ষার্থীর জন্য আবশ্য পাঠ্য করা হয়েছে।

রবিবার দুপুরে গাজীপুরস্থ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে 'উচ্চশিক্ষা কারিকুলামে ৭১-এর গণহত্যা' শীর্ষক এক আলোচনা সভায় সভাপতির ভাষণে ভিসি এসব কথা বলেন। আলোচনা সভায় বিশিষ্ট লেখক ও সাংবাদিক শাহরিয়ার কবির এবং পাকিস্তানের দুইজন গবেষক যথা মিস আনাম জাকারিয়া ও হারুন খালিদ অংশগ্রহণ করেন।

শাহরিয়ার কবির তার বক্তব্যে বলেন, যেকোনো সংজ্ঞার বিচারে ৭১-এ পাকিস্তানি বাহিনীর নির্বিচার বাঙালি হত্যা ছিল একটি জাতিকে নিশ্চিহ্ন করার হত্যাকাণ্ড বা জেনোসাইড। পাকিস্তানের উচিত ছিল বহুপূর্বেই এজন্য বাঙালিদের নিকট নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়া।

পাকিস্তানি দুই গবেষক মিস আনাম জাকারিয়া ও হারুন খালিদ বলেন, ৭১-এ বাঙালিদের ওপর পাকিস্তানি বাহিনীর হত্যাকাণ্ড ছিল মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ। কোনো অবস্থাতেই কোনো মানুষ অপর কোনো মানুষের ওপর এরূপ হত্যাকাণ্ড চালাতে পারে না।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং..................
তারিখ..................
সিস্টেম ম্যানেজার
সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
কার্যার্থে/অবগতার্থে
স্বাক্ষর